কান্দি পুরসভায় ফের চেয়ারম্যান অপূর্ব, বাসিন্দারা খুশি

চন্দ্রজিৎ মজুমদার, কান্দি ঃ দু'বছর পর ফের শনিবার মুর্শিদাবাদের কান্দি পুরসভার পুর প্রধানের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করলেন কান্দির বিধায়ক অপূর্ব সরকার। ২০১৬ সাল থেকে চলা কলকাতা হাইকোর্টের এক মামলার নিষ্পত্তি হলে বৃহস্পতিবার আদালত অপূর্ববাবুকে পুর প্রধানের আসন ফিরিয়ে দেয়। কান্দি পুরসভার পুর প্রধানের দায়িত্বভার ফিরে পেয়ে খুশি কান্দির বিধায়ক অপূর্ব সরকার। অপূর্ববাবু জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার কলকাতা উচ্চ আদালতের বিচারক মাননীয় দেবাংশু বশাক যে রায় দিয়েছেন, তাতে কান্দির উন্নয়নের আর এক দিক খুলে গেল। আমি কথা দিচ্ছি, আদালতের রায়কে সম্মান জানিয়ে কান্দির সকল স্তরের মানুষকে সাথে নিয়ে বাকি কাজ শেষ করব। এখন থেকে কান্দি পুরসভার পুর প্রধান ও উপ-পুর প্রধান বলে কিছু থাকবে না। আমরা ১৫ জন সদস্য সকলেই সম পদের। এবার ফের কান্দির উন্নয়ন হবে। জমে থাকা কাজ শেষ করতে হবে। অপূর্ববাবু এদিন পুর প্রধানের চেয়ারে বসে খুব আক্ষেপের সাথে জানান, রাজ্য সরকার তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যের পুর দফতরের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, জেলার রূপকার তথা পরিবহণ মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কান্দির উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পে কোটি কোটি টাকা দিয়েছেন। কিন্তু দেখছি ওই টাকা পড়ে রয়েছে পুরসভায়। পরিমাণ প্রায় ১৫ কোটি টাকা। আগামী দিনে আমরা সকল পুর কাউন্সিলার মিলে পুরসভার অমূল পরিবর্তন করব। রাস্তা হবে, নতুন নতুন বৈদ্যুতিক আলো হবে, ভাল জলনিকাশি ব্যবস্থা হবে, শিশুদের জন্য খেলার মাঠ, স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্র, তাড়াতাড়ি কান্দির গ্রীন সিটি প্রকল্পের কাজ শুরু হবে। আমরা দুই বছরে বহু পিছিয়ে গিয়েছি। তার সমতা আনতে হবে। আমরা পুর বাসিন্দাদের জন্য তাড়াতাড়ি একটা মোবাইল অ্যাপ চালু করব। যেখানে পুর বাসিন্দারা তাঁদের সমস্যার কথা তুলে ধরতে পারবেন ছবি সহ। পুরসভা ২৪ ঘন্টার মধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এছাড়া পুরসভার বেকার ভাই-বোনদের যাদের প্রশিক্ষণ আছে তাদের নাম রেজিস্টার করে উপযুক্ত কাজ দেওয়া হবে। এক কথায় নতুন রূপে ঢেলে সাজানো হবে কান্দি পুরসভাকে। লক্ষ্য, রাজ্যের মডেল পুরসভা করার। এদিনের সভায় কান্দি পুরসভার ১৫ জন তৃণমূল কাউন্সিলার উপস্থিত ছিলেন এবং এতে সকলেই খুশি। বহু দিন পর পুরসভার পুর প্রধানের আসনে অপূর্ববাবুকে পেয়ে পুরবাসীরা খুব খুশি।

কালনা-কাটোয়া মহকুমা জুড়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জন্মদিন পালিত

শ্যামল রায়, বর্ধমান ঃ শুক্রবার ছিল শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জন্মদিন। এই দিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করল ভারতীয় জনতা পার্টি। ৩৫ মন্ডলের উদ্যোগে ভারতীয় জনতা পার্টির স্থানীয় নেতৃত্ব বিধান ঘোষের তত্ত্বাবধানে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জন্মদিন পালিত হল। পূর্বস্থলী-১ নম্বর ব্লকের জহননগরে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন বিজেপির মণ্ডল সভাপতি বিধান ঘোষ সহ স্থানীয় নেতৃত্ববর্গ। উপস্থিত নেতারা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জীবন-দর্শন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন কর্মী ও সমর্থকদের কাছে। সকালের দিকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয় এলাকায়। এছাড়াও সমুদ্রগড়, ধাত্রীগ্রাম, কালনা, কাটোয়া প্রভৃতি স্থানে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জন্মদিন পালিত হয়।

ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যালয়ে দাঁইহাটের শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এবং তাঁর উপরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা করেন বিজেপির জেলা সম্পাদক কৃষ্ণ ঘোষ ও বিজেপির জেলা সভাপতি সন্দীপ নন্দী।

জেলার সার্বিক উন্নয়নই লক্ষ্য ঃ জেলাশাসক ডক্টর উমাশংকর

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ জেলার সার্বিক উন্নয়ন ঘটতে হবে। বর্তমান রাজ্য সরকারের লক্ষ্য উন্নয়ন। সেই কারণে উন্নয়নে বিশেষ কোনো রকম আপোষ, শিথিলতা বা বাধা মেনে নেওয়া হবে না। শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির সচেষ্ট থাকা দরকার। বাঁকুড়ার নতুন জেলাশাসক ডাঃ উমাশংকর এস বাঁকুড়া চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে একথা জানিয়ে উন্নয়নে সহযোগিতার আহ্বান জানান। গত ১৪ জুন ২০১৮ জেলাশাসক নিযুক্ত হয়েছেন তিনি। উনি একজন এমবিবিএস চিকিৎসক হওয়ার পাশাপাশি আইএএস পাশ করেন। দক্ষিণ ভারতের বাসিন্দা এই প্রশাসনিক আধিকারিক বাঁকুড়া জেলা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির প্রতিনিধিদের সঙ্গে জেলার শিল্প ও বাণিজ্য সংক্রান্ত সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন। চেম্বার অফ কমার্সের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন সভাপতি বিমল ধানুকা, সহ-সভাপতি রামরঞ্জন ভায়া, সাধারণ সম্পাদক মধুসূদন দবি পা, অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক দেবেন্দ্র আগরওয়াল, শিল্প সম্পাদক প্রবীর সরকার, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পাদক রবিশংকর সুরেকা, উপদেষ্টা শিল্পপতি জগন্নাথ ব্যানার্জী ও রাইস মিল মালিক সদস্য গৌতম ভট্টাচার্য প্রমুখ। মধুসূদন দরিপা এই খবর দিয়ে আরও জানান, শিল্প-বাণিজ্য সমস্যা নিয়ে প্রতি মাসের চতুর্থ সোমবার দ্বিতীয়ার্থে জেলাশাসক প্রশাসনিক বৈঠকে বসবেন বলে জানিয়েছেন। শহরের সাংস্কৃতিক চর্চা বিকাশে রবীন্দ্রভবন, এডওয়ার্ড মেমোরিয়াল হল ও জেলা পরিষদ অডিটোরিয়াম উন্নয়ন, ব্যাসস্ট্যান্ড ও যাত্রী প্রতীক্ষালয়ের উন্নয়ন এবং সেখানে পাবলিক টয়লেট নির্মাণ ইত্যাদি বিষয়গুলিতেও গুরুত্ব দেবেন জেলাশাসক বলে জানিয়েছেন মধুসূদনবাবু। তিনি বলেন, প্রতিনিধিরা শতাধিক বিকলাঙ্গ শিশু নিয়ে পরিচালিত বড়জোড়ার রুগ্নপ্রায় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'আশার আলো'-র দুর্দশা কথা তুলে ধরে তা কাটানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানালে বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

বিজেপি'র ডাকা বন্‌ধে জনজীবন বিপর্যস্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ শনিবার বিজেপি'র ডাকা জয়পুর বনধে ভালো প্রভাব পড়ল পুরুলিয়ায়। হাট, বাজার, দোকানপাট সমস্ত কিছুই ছিল বন্ধ। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি খোলা থাকলেও পড়ুয়া ছিল না বললেই চলে। রাস্তাঘাট ছিল প্রায় শুনশান। তবে এদিন দফায় দফায় জয়পুর বাজারের বিভিন্ন রাস্তায় বনধের সমর্থনে মিছিল করেন বিজেপি কর্মীরা। বনধকে কেন্দ্র করে যে কোনও ধরনের অশান্তি মোকাবিলায় পুলিশ প্রস্তুত ছিল। দিনভর রাস্তায় রাস্তায় জয়পুর থানার পুলিশকে টহল দিতে দেখা গিয়েছে। তবে শহরের বুক চিরে চলে যাওয়া পুরুলিয়া-রাঁচি রাজ্য সড়ককে বনধের আওতার বাইরে রাখা হয়েছিল বলে অন্যান্য বনধগুলির থেকে কম হয়রানি ভোগ করতে হয়েছে সাধারণ মানুষকে। মোটের উপর এদিনের জয়পুর বনধ শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়েছে। সম্প্রতি জয়পুর এলাকায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে প্যাকেটে সিল করা ছাতু বিলি করা হয়। ওই প্যাকেটের গায়ে 'বীফকর্ণ' শব্দটি লেখা থাকার কারণে খাদ্যশস্যে গোমাংস মিশ্রিত রয়েছে বলে অভিযোগ তুলে এলাকায় ব্যাপক আন্দোলনে নামে এলাকার বিজেপি নেতৃত্ব। এমন অভিযোগ পাওয়ার পর সেই খাদ্য পরীক্ষা করে তেমন কোন প্রমাণ মেলেনি বলে সরকারি ভাবে ঘোষণা করে পুরুলিয়া জেলা প্রশাসন। অভিযোগের বিষয়টি ফেসবুকে ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে এলাকার বাসিন্দা তথা জেলা বিজেপির সম্পাদক রবীন সিংহদেও-এর বিরুদ্ধে। এরপরই বিষয়টি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দিয়ে এলাকায় শান্তির পরিবেশ নষ্ট করার চেষ্টার অভিযোগে শুক্রবার রবীন সিংহদেওকে গ্রেফতার করা হয়। তারই প্রতিবাদে এদিন ১২ ঘন্টা জয়পুর বনধের ডাক দিয়েছিল বিজেপি।

শান্তি বিঘ্নিত করার অভিযোগে পুরুলিয়ায় বিজেপি নেতা গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া ঃ ফেসবুকের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার চেষ্টার অভিযোগে পুরুলিয়ার এক বিজেপি নেতাকে গ্রেপ্তার করল জেলা অপরাধ দমন শাখা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত ওই নেতার নাম রবীন সিংহদেও। জয়পুর এলাকার বাসিন্দা ওই ব্যক্তি বর্তমানে পুরুলিয়া জেলা বিজেপির অন্যতম সম্পাদকের দায়িত্বে রয়েছেন। সম্প্রতি জয়পুর এলাকায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে প্যাকেটজাত সরকারি খাবার (ছাতু) বিলি করা হয়। ওই প্যাকেটের গায়ে 'বীফকর্ণ' শব্দটি লেখা থাকায় খাদ্যশস্যে গরুর মাংস মিশ্রিত রয়েছে বলে অভিযোগ তুলে জয়পুর এলাকায় ব্যাপক আন্দোলনে নামে এলাকার বিজেপি নেতৃত্ব। পুরুলিয়া-রাঁচি রাজ্য সড়ক অবরোধের পাশাপাশি এলাকার বাসিন্দাদের একটি অংশ বিজেপির নেতৃত্বে জয়পুর ব্লক ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায়। এর প্রতিবাদে ব্লকের বিডিওকে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়। তখন ব্লক প্রশাসনের তরফে বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। তারপরেও সেই বিষয়টি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে রবীন সিংহদেওয়ের বিরুদ্ধে। পুলিশ জানিয়েছে, সেই ঘটনার তদন্তে অভিযোগ মিথ্যা বলে প্রমাণিত হওয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় বিষয়টি ছড়িয়ে দিয়ে এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করার চেষ্টার অভিযোগ তোলেন বিডিও নয়না দে। জয়পুর থানায় সেই অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যদিও জেলা বিজেপির সভাপতি বিদ্যাসাগর চক্রবর্তী বলেছেন, অন্যায়ভাবে তাঁদের দলের ওই নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে আজ শনিবার ১২ ঘন্টার জয়পুর বনধের ডাক দিয়েছে বিজেপি।

কালনা কলেজে বিরল ঘটনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা ঃ রাজ্যের বিভিন্ন কলেজে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি নিয়ে যখন বারংবার দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে, তখনই কালনা কলেজের চিত্রটা উল্টো দেখা গেল। শুক্রবার অর্থনৈতিকভাবে দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের পাশে দাঁড়ালেন কালনা কলেজের তৃণমূলের ছাত্র নেতৃত্ব। কালনা কলেজে টাকার অভাবে ভর্তি হতে না পারা ৪ জন ছাত্রছাত্রীদের হাতে অর্থ দিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন তাঁরা। কারণ অভাবী এই মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা টাকার অভাবে ভর্তি হতে পারছিলেন না। ধাত্রীগ্রামের রিমা বসাক, লালবাগানপাড়ার সায়ন্তন রায়, কুটিরডাঙ্গার অনন্ত মুর্মু ও সমুদ্রগড় গোয়ালপাড়ার লুৎফা খাতুনের হাতে অর্থ সাহায্য তুলে দেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদ পরিচালিত ছাত্র সংসদের সাদ্দাম হোসেন সেখ, সুরজিৎ বিশ্বাস, ঋতব্রত সুর বলেন, প্রতি বছরের মতো এই বছরে টাকার অভাবে ভর্তি হতে না পারা ছাত্রছাত্রীদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলাম। এমনই এক পরিস্থিতিতে এই ঘটনা দৃষ্টান্তমূলক বলে উল্লেখ করেন সাহায্য পাওয়া ছাত্রছাত্রী থেকে অভিভাবকরা।

বজ্রপাতে মৃত ১, আহত ২

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া ঃ বাঁকুড়া জেলার শিল্পাঞ্চল বড়জোড়ায় শুক্রবার রাত সাড়ে নটা নাগাদ বজ্রপাতে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, একটি অনুষ্ঠান দেখে বন্ধুদের সঙ্গে বাড়ি ফিরছিলেন মায়াপদ ঘোষ (৫২)। এই সময় বজ্রসহ বৃষ্টি নামে। ঘুসতোড়ার কাছে বজ্রাঘাতে আহত হন মায়াপদ ঘোষ। এই ঘটনায় আরও ২ জন আহত হন। মায়াবাবুকে বড়জোড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মায়াবাবুর বাড়ি হাটশুড়িয়ার বীরসিংহপুর গ্রামে। তিনি বড়জোড়ার কংসাবতী কো-অপারেটিভ প্রিন্সিং মিলের দীর্ঘ ২৫ বছরের কর্মী ছিলেন।

বৌমার কুকীর্তি দেখে ফেলায় খুন শ্বশুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, নদীয়া ঃ ছেলে নিয়মিত বাড়িতে না থাকার সুবাদে বৌমার সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে প্রতিবেশী এক যুবকের। শুক্রবার রাতের দিকে বৌমার সাথে আপত্তিকর অবস্থায় প্রতিবেশী ওই যুবকে দেখতে পান শ্বশুর। প্রতিবেশী যুবক ওই বৃদ্ধকে দেখামাত্রই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কিল-ঘুষি মেরে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই মারাত্মকভাবে আহত হন শ্বশুর বিজয় গাইন। রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অভিযোগ পেয়ে বৌমা মুক্তি গাইনকে রানাঘাট থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে। বৌমা মুক্তি গাইনের এখন জেল হেফাজত হয়েছে। পুলিশ ও এলাকা সূত্রে জানা গিয়েছে, স্বামী সুভাষ গাইন মাঝে মধ্যেই কাজের সুবাদে বাইরে থাকেন। স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে গৃহবধূ মুক্তি গাইন প্রতিবেশী এক যুবকের সাথে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে এবং মাঝেমধ্যেই তাদের বাড়িতে রাত কাটায় বলেও অভিযোগ উঠেছে ওই প্রতিবেশী যুবকের বিরুদ্ধে। তাঁর বৌমার সাথে যুবকের আপত্তিকর অবস্থার ঘটনা বৃদ্ধ শ্বশুর বহুবার বাড়িতে দেখেছেন। কিন্তু বৃদ্ধ বাবা শ্বশুর সামাজিক লজ্জার ভয়ে কিছু বলেননি। কখনও কখনও বৌমাকে বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেও বৌমা শোনেননি বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটি রানাঘাট থানার কামালপুর উত্তর পাড়ার ঘটনা। শুক্রবার রাতের দিকে এরকম পরিস্থিতি চোখে দেখে বৃদ্ধ বাবা শ্বশুরমশাই আর থাকতে পারেননি। তিনি প্রতিবাদে গর্জে ওঠেন। বৌমার সাথে প্রতিবেশী যুবকের আপত্তিকর অবস্থায় দেখতে পেয়ে তিনি প্রতিবাদে সরব হন এবং চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করলে প্রতিবেশী ওই যুবক বৃদ্ধ শ্বশুরকে মারধর করে। মারধর করার ফলে ওই বৃদ্ধ বিজয় গাইন মারাত্মকভাবে জখম হন।

স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে এসে বৃদ্ধ শ্বশুরকে রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে জানান। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই যুবক পলাতক, তদন্ত শুরু করা হয়েছে। এই ঘটনার জেরে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পরে।

নবদ্বীপ ধাম রেলস্টেশন পরিদর্শনে ডিআরএম মনু গোয়েল

শ্যামল রায়, কাটোয়া ঃ শনিবার ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া রেল শাখার আজিমগঞ্জ থেকে শুরু করে নবদ্বীপ ধাম রেলস্টেশন পর্যন্ত পরিদর্শন করলেন ডিআরএম মনু গোয়েল। তবে জানা গিয়েছে, কাটোয়া রেলস্টেশন পরিদর্শনকালে তিনি সেখানকার পরিকাঠামো এবং উন্নয়ন দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। সতর্ক করেছেন রেলের আধিকারিকদের। এরপর সকাল ১১টা নাগাদ ডিআরএম মনু গোয়েল চলে আসেন নবদ্বীপ ধাম রেসস্টেশশ পরিদর্শনে। নবদ্বীপ ধাম রেলের আধিকারিকদের সাথে কথা বলেন এবং পরিকাঠামোর উন্নয়নের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেন। তারপরে তিনি মায়াপুর ইসকন মন্দির পরিদর্শনে বেরিয়ে যান বলে রেল সূত্রের খবর। তবে রেল সূত্রের খবর, নবদ্বীপ ধাম রেলস্টেশনের প্রতিটি প্লাটফর্মে পুরো প্লাটফর্ম জুড়ে শেড তৈরির কাজ চলছে জোরকদমে। এছাড়াও আরও অভিযোগ, নবদ্বীপ ধাম রেল স্টেশনের রেল কলোনীতে স্বাস্থ্য পরিষেবার কাজ খতিয়ে দেখতে এদিন রেলের ইন্সপেক্টর পঙ্কজ কুমার আবাসনগুলোতে গেলে বাসিন্দাদের কাছেই নানা রকম প্রশ্নের সম্মুখীন হন। অভিযোগ উঠেছে, ওই স্বাস্থ্য বিভাগের আধিকারিক পঙ্কজ কুমারকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান আবাসনের মহিলারা। রিয়েল কলোনীর বাসিন্দাদের অভিযোগ, পূর্বে কখনো রেলের ড্রেন পরিষ্কার থেকে শুরু করে নোংরা আবর্জনা পরিষ্কার করার কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেন না ওই স্বাস্থ্য বিভাগের আধিকারিক পঙ্কজ কুমার। আবাসনের মহিলাদের অভিযোগ, আজ ডিআরএম আসবে দেখে তিনি কলোনীতে ঢোকেন এবং নোংরা আবর্জনা পরিষ্কার করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন এটা মোটেই সমীচিন নয় বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের। অভিযোগে আরও জানা গিয়েছে, বাসিন্দাদের বিক্ষোভের মুখে পড়ে পালিয়ে যান ওই স্বাস্থ্য আধিকারিক পঙ্কজ কুমার। পঙ্কজ কুমারের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ, প্লাটফর্ম থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার জন্য যে সমস্ত সাফাই কর্মীরা আছেন তাঁদের সাথে নানারকম দুর্ব্যবহার করে থাকেন এই আধিকারিক। এমনকি তাদের পারিশ্রমিক নিয়ে একটা অশুভ আঁতাতের অভিযোগ উঠেছে এই স্বাস্থ্য আধিকারিক পঙ্কজ কুমারের বিরুদ্ধে। এই নিয়ে তোলপাড় নবদ্বীপ ধাম রেলস্টেশন চত্বরে কর্মচারীদের মধ্যে। চৈতন্য ভূমি নবদ্বীপ ধাম রেল স্টেশন অনেক আগে থেকেই মডেল রেল স্টেশন করার কথা জানিয়েছিলেন রেলের তৎকালীন মন্ত্রী তথা রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু সেই মডেল স্টেশন আজও অথৈ জলে। এই রেল স্টেশনে নেই পর্যাপ্ত পরিস্রুত পীনায় জল, নেই পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা। এমনকি নবদ্বীপ ধাম রেল স্টেশন চত্বরে নিরাপত্তা নিয়েও একের পর এক অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। নবদ্বীপ ধাম রেল স্টেশনের দায়িত্বে যে সমস্ত পুলিশ আধিকারিকরা আছেন তাঁদের বিরুদ্ধেও নানারকম গাফিলতির অভিযোগ ঘিরে ক্ষোভে ফুঁসছেন যাত্রীসাধরণ থেকে শুরু করে রেলের কর্মচারী ও স্থানীয় বাসিন্দারা। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নবদ্বীপ ধাম রেল স্টেশনের প্লাটফর্মগুলিতে উঠতি বয়সের যুবক-যুবতীদের অবাধ প্রবেশ এবং নানা রকম আশালীন দৃশ্য চোখে পড়ে যাত্রী থেকে শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দাদের। যদিও এই বিষয়ে রেলের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা রেল পুলিশ কখনোই এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করে না বলে অভিযোগ উঠেছে। চুরি-ছিনতাই প্রভৃতি বিষয়ে নবদ্বীপ ধাম রেল স্টেশন কেন্দ্রিক মাঝেমধ্যেই হয়ে থাকছে বলে ক্ষোভে ফুঁসছেন যাত্রীসাধারণ। গোটা বিষয়টি

ঊর্দ্ধতন আধিকারিক ডিআরএম-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন রেলের কর্মচারী থেকে শুরু করে বাসিন্দারা। এদিন উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের পরিদর্শনের কারণে রেল প্লাটফর্ম থেকে সমস্ত হকারদের দোকানপাট সরিয়ে নেওয়া হয় এবং এদিন যে সমস্ত কাজ বাকি ছিল তার কিছুটা হলেও পূরণ করার চেষ্টা করে দিলেন কর্মচারীরা। অনেকেই বলছেন, রেলের কোনও আধিকারিক গেলে বহু কাজ রেল স্টেশনে করতে দেখা যায় কর্মচারীদের। কিন্তু কোনও আধিকারিক না এলে পরিকাঠামোর উন্নয়নের গাফিলতির যথেষ্ট প্রমাণ চোখে পড়ে সর্বদা। যাত্রী সাধারণের আরও অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে রেলস্টেশনের পানীয় জলের অবস্থা ভালো নয়। জল দিয়ে নোংরা আবর্জনা বের হয় এরকম অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে রয়েছে পর্যাপ্ত পানীয় জল সংক্রান্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে। এদিন রেলের আধিকারিকের পরিদর্শনকালে সবাই যেন একটু আতঙ্কের মধ্যে ছিলেন। রেল কলোনীর মহিলাদের হাতে হেনস্তা, লাঞ্ছিত হবার ভয়ে পালিয়ে গেলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের ইনচার্জ পঙ্কজ কুমার। পঙ্কজবাবুর বিরুদ্ধে রেলের পরিষেবা নিয়ে ব্যাপক অভিযোগ। যদিও রেল দপ্তর সূত্রের খবর, কাটোয়া রেল স্টেশন, আজিমগঞ্জ, পাটুলি, নবদ্বীপ ধাম রেল স্টেশনের পরিকাঠামোর উন্নয়নের ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন রেলের আধিকারিক। তবে রেল দপ্তরের কর্মচারীদের তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, পরিষেবা নিয়ে কোনোরকম গাফিলতি নয়, উন্নয়নের ব্যাপারে সদা সতর্কতার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন ডিআরএম মনু গোয়েল।

আপনি কি আপনার জীবনের মূল্যবান পরীক্ষায় একটু বেশি নম্বর পেতে চান ?
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন
ব্রতচারী প্রশিক্ষণ শিবির
পরিচালনায় ঃ আরামবাগ ব্রতচারী মণ্ডলী
(নেহেরু যুব কেন্দ্র, হুগলী কর্তৃক অনুমোদিত)
স্থাপিত ঃ ১৪১২ রেজিঃ নং- এস/ওয়ান এল/৬৬৬৪৯
আরামবাগ, হুগলী
স্থান ঃ বিষ্ণুপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গন, কালিপুর (নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের পাশে)
শিবিরের সময়কাল ঃ ২৭শে আগস্ট – ৮ই সেপ্টেম্বর
সঙ্গে থাকবে First Aid Training এর ব্যবস্থা।
প্রাক্তিক অনুষ্ঠান ঃ ৯ই সেপ্টেম্বর স্থান ঃ আরামবাগ রবীন্দ্রভবন।
অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ঃ- উড়িষ্যার কালাহান্দি উপজাতি সম্প্রদায়ের নৃত্য ও অসমের বিহু নৃত্য।
মোঃ 7548038080, 9547735850, 9093014017